দৈনিক ইনকিলাব

[illegible] 19 2002

তারিখ ……
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

সেতাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজসহ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় সরকারীকরণের দাবী

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর) উপজেলা সংবাদদাতা ঃ স্বাধীনতার ৩১ বছর পেরিয়ে গেলেও অত্র উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি সরকারীকরণ করা হয়নি। অনুসন্ধানে করে জানা গেছে, বোচাগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট ২৩টি মাধ্যমিক, ১টি মহিলা কলেজসহ সর্বমোট ৬টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সেতাবগঞ্জ পৌর এলাকায় মহিলা কলেজটি ও সেতাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ অবস্থিত। ত ছাড়া সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ও মঞ্জুরী ছাড়া আরও ৪টি কলেজ বোচাগঞ্জের পল্লীতে অবস্থিত। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সেতাবগঞ্জ ডিগ্রী কলেজটি ১৯৭৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র। চলতি ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু করে বিএসসি কোর্স কিন্তু অনার্স কোর্স চালু করার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। পার্শ্ববর্তী কাহারোল থানায় কোন ডিগ্রী কলেজ না থাকায় এ কলেজে বর্তমানে ১ হাজার ছাত্রছাত্রী ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত। এইচএসসি-তে অধ্যয়ন করছে ৮শ' ৯০ জন ছাত্রছাত্রী। গত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করেছে ৫৮% ছাত্রছাত্রী আর এইচএসসিতে পাস করেছে ৬৪% ছাত্রছাত্রী। প্রায় ৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটিতে রয়েছে ৩৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ কলেজটিকে সরকারী করার ঘোষণা দিলেও পরবর্তী সরকার তা বাতিল করে দেয়। বিগত বিএনপি সরকার আমলে কলেজের একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ ছাড়া অদ্যাবধি কলেজটি কোন সরকারী অনুদান পায়নি। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য রয়েছে একটি বৃহৎ আলিয়া মাদ্রাসা, রয়েছে সেতাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মাধ্যমিক স্কুল ও একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সরকারী বিধি মোতাবেক প্রতি উপজেলায় একটি বালিকা বিদ্যালয় সরকারী থাকার কথা থাকলেও বোচাগঞ্জের ক্ষেত্রে তাও বাস্তবায়ন হয়নি।